কয়েক টুকরো

কয়েক টুকরো নবম গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণ ঃ অক্টোবর দু হাজার দশ। বাংলা চোদ্দশ ষোলোর আশ্বিন, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। স্বামী অনঘানন্দের জন্মতিথি। প্রকাশক ঃ কালপ্রতিমা প্রকাশনী, কলকাতা। প্রচ্ছদ ঃ নির্মলেন্দু মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা দু'শ দুই। স্বামী প্রশান্তানন্দকে উৎসর্গীকৃত।

বইটি আপাদমস্তক ঈশ্বরময়। দুশ দুটি কবিতাই ঈশ্বর বিষয়ক। 'মা' কাব্যগ্রন্থের মতো কোনো কবিতারই নামকরণ নেই। যেন একটিই দীর্ঘ কবিতা। ছন্দ আলাদা, বক্তব্য ভিন্ন, মান অভিমান শরণাগতির তারতম্যে বৈচিত্রময়। আঙ্গিকে, প্রকরণে, ছন্দে, উপমা উৎপ্রেক্ষায় চিত্রকল্পে, আধুনিক শব্দের সচেতন ব্যবহারে স্বতঃস্ফূর্ত কবিতাগুলি ধর্মীয় গাথা হয়ে ওঠেনি। কবিতাই। মানুষী মান, অভিমান, ক্রোধ, হতাশা, আনন্দ, বেদনা, প্রার্থনা সব একটি চরিত্র ঘিরে। আর তা এক সাকার ঈশ্বর। কবিতায় এমন স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতা, এমন বৈষ্ণবী আত্মকেন্দ্রিকতার গূঢ় অভিমান রয়েছে যে এর অশ্রুমুখী শব্দমালা স্পর্শকাতর পাঠক হৃদয়ে এক আশ্চর্য ধ্যানতন্ময়তা ঘনিয়ে তোলে। এক দুর্লভ স্বর্গের ঈশারা জেগে ওঠে। আমরা আনন্দিত হই।

☐ আমি চেষ্টা করি ক্রমাগত ওই নাগরিক ভঙ্গিতে বোঝাতে
কিন্তু তুমি স্পষ্ট হয়ে ওঠো।

স্পষ্টই হয়ে উঠেছেন তিনি। আধুনিক নাগরিক মেধাবী কবিত্বের ফন্দিফিকির চাতুর্য দুরূহতার ছলনা ভেঙে তিনি উদ্ভাসিত। জীবনানুভূতির ধারার মতো উপলাহত হয়ে বেজে উঠেছে কলধ্বনি। দুই শতাধিক কবিতাকে, এমন সুদীর্ঘ বর্ণনাকে এক জ্যামিতিক ভারসাম্যে বেঁধে রাখা হয়েছে। এর অনন্যসাধারণ সরলতা ও ঋজুতার সৌন্দর্য মুগ্ধ না করে সরে যায় না। থেমে যায় না। ক্লান্তিকর মনে হয় না কোথাও। অনুভবসিদ্ধ ক্ষিপ্র সততার প্রয়োগে এর চলমানতা হাত ধরে বহু দূর নিয়ে যায়।

☐ আত্মঘাতী অন্বেষণে হন্যে হলাম
আর কী তেমন এই আঘাতে বাজতে পারি!

অন্বেষণ আত্মঘাতী হয়নি। আত্মোপলব্ধিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। অন্বেষণ আত্মঘাতী হলে এই মণিময় টুকরোগুলি আমরা পেতাম না। সমস্ত গ্রন্থটি জুড়ে একটি অপেক্ষমান বিনিদ্রবেদন সুর বেজে যাচ্ছে। চিন্ময় কবিসত্তায় জরো জরো কবিতাগুলি জ্ঞানে এবং প্রেমে স্থির। অন্বেষণের শেষে লীলা বিলাসের মানে অভিমানে নিবিড় আনন্দবেদনায়, আত্মব্যাকুলতায়, বিহ্বল কবিসত্তা স্থির হয়েছে। ব্যাপ্তির চেয়ে গভীরতার চাপ বড়ো হয়েছে এখানে। পরিধির চেয়ে কেন্দ্রের। সত্তার মুখোমুখি না হলে এ কবিতা এত মর্মস্পর্শী হত না। আত্মনিবেদনের আন্তরিকতায় ফাঁক থাকলে এই মন্ত্রোচ্চারণগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ত। কিন্তু হয়নি। কবিতাগুলি চিত্তকে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে, বিচলিত করে, চোখের জলের জোয়ার এনে দেয়। আত্মদীক্ষায় দীক্ষিত পাঠক ছাড়াও কোলাহলময় নাগরিক চতুর পাঠককেও স্তব্ধ করবে 'কয়েক টুকরো।'